



প্রেস-রিলিজ

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২খ্রিঃ

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস ২০২২। দিবসটি উপলক্ষে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সকালে মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ছাদেকুল আরেফিনের উপস্থিতিতে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি ক্যাডেট কর্তৃক গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন উপাচার্য মহোদয়। সকাল ১০টায় উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি। র্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় দফা বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এরপর পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন, গ্রেড ১১-১৬ ও গ্রেড ১৭-২০ কল্যান পরিষদ, বঙ্গবন্ধু হল, শেরে বাংলা হল, শেখ হাসিনা হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, বিভিন্ন বিভাগ, ববিতে কর্মরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের সংগঠন উত্তরাধিকার, ছাত্রলীগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দিবসটি উপলক্ষে সকাল ১১ টায় প্রশাসনিক ভবন-১ এর নীচতলায় অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন। এসময় উপাচার্য মহোদয় সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর খুবই কম সময়ের মধ্যে আমাদেরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিক সংবিধান উপহার দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যার মূল উপাদান ছিলো বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। আর এই আবর্তেই তিনি দেশ পরিচালনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু যে বাঙালী জাতিরই প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তা তিনি বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ৭৫এর হীন ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি বাঙালীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। আর সেই আত্মমর্যাদা আজ নিশ্চিত করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করতে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ বাঙালীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গণতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধানের আলোকে দেশ পরিচালনার জন্যই এটা সম্ভব হচ্ছে। আর এধারাকে যারা বাধাগ্রহণ করতে চাচ্ছে সেই সকল স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তি ও তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের প্রতি আহবান জানান উপাচার্য মহোদয়। এছাড়াও বিজয় দিবসের নানান গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ড. বিজন কৃষ্ণ সাহা, বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট আরিফ হোসেন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মুরশীদ আবেদীন, গ্রেড ১১-১৬ কল্যান পরিষদের সভাপতি শাহাজাদা খান ও গ্রেড ১৭-২০ কল্যান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান। কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন ও রেজিস্ট্রার (অ.দা.) অধ্যাপক ড. মোঃ মুহসিন উদ্দীনের সঞ্চালনায় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, প্রভোস্ট, প্রক্টর, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র আয়োজিত কুইজ ও দেয়ালিকা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে বিকাল ৪ টায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে এক জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে

মোঃ জুয়েল মুখা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জনসংযোগ অফিস